জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – মে /০২

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জাতিসংঘের নিহত শান্তিরক্ষীদের প্রতি মহাসচিবের সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন
* জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের সম্মেলন আদিবাসীদের ভূমি ও সম্পদ রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান
* জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে জাতিসংঘ চুক্তি কর্মকর্তা 'অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক সংকেত' দেখতে পাচ্ছেন
* আইএইএ ইরান বিষয়ক প্রতিবেদন নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরণ
* বাংলাদেশে বার্ড ফ্লু প্রাদুর্ভাবের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে জাতিসংঘ সংস্থার আহ্বান

জাতিসংঘের নিহত শান্তিরক্ষীদের প্রতি মহাসচিবের সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন

২৯ মে–জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন আজ শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার সময়ে ২০০৬ সালে নিহত একশর বেশি শান্তিরক্ষীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত সেনাদের নিরাপত্তা রক্ষারও প্রতিশ্রুতি দেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কে অবস্থিত সংস্থার সদর দপ্তরে নিহতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ অঙ্গীকার করেন। বান কি মুন বলেন, 'জাতিসংঘের কার্যক্রম বিভিন্ন দেশের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটি মডেল। কিন্তু আমাদের এটি ভুলে গেলে চলবে না যে ব্যক্তিকেই এই বোঝার ভার বইতে হয়। '

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিপজ্জনক অঞ্চলে শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করা জাতিসংঘের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে ক্ষণিক নিরবতা পালন শেষে মহাসচিব বলেন, এখানে উপস্থিত অনেকে তাদের সহকর্মী ও বন্ধুদের হারিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'যারা বেঁচে আছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আর যারা বিশ্বের সমস্যাপীড়িত অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার কাজ করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন আমরা তাদের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ ও সাহসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।'

বান কি মুন বলেন, 'গত বছর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের একশর বেশি নারী ও পুরুষ সদস্য নিহত হয়েছেন। এখন আমাদের শান্তি রক্ষী মোতায়েন রেকর্ড পরিমাণ। তাই আরো বেশি সংখ্যক সেনা, পুলিশ ও বেসামরিক কর্মী সুদান, মধ্যপ্রাচ্য ও হাইতির মতো বিপজ্জনক জায়গায় বিপদের সম্মুখীন।' এর সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে তিনি শুক্রবার দারফুরে মোতায়েন মিশরীয় শান্তিরক্ষী লেফটেন্যান্ট কর্নেল এহাব নাজিদের নিহত হওয়ার কথা উলে-খ করেন।

মহাসচিব বলেন, 'এভাবে শান্তিরক্ষীদের জীবনের ঝুঁকি আমি মেনে নিতে পারি না।' বরং তিনি মাঠ পর্যায়ে জাতিসংঘ কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি দেন। এক্ষেত্রে তাদের যেসব সরঞ্জাম দরকার তা দেওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার করেন তিনি।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিষয়ক সহকারী মহাসচিব জ্যা মারি গুয়েহেন্নোও নিহতদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, 'এই দিনে আমি যে বিষয়টির ওপর দৃষ্টিপাত করতে চাই তা হল ব্যক্তির জীবন। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষার্থে আমরা পরিবর্তন আনি।'

২০০৬ সালে একশর ও বেশি শান্তিরক্ষী নিহত হওয়ার কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, 'আমি যখন হাইতির কোনও বস্তি বা মনরোভিয়ার (লাইবেরিয়া) লোকজনের কথা ভাবি, যাদের এখন খুবই ক্ষীণ আশা আছে তখন মনে হয় কারণ এটাই। আমরা যেসব শান্তিরক্ষীকে হারিয়েছে সেটাও গুরুত্বপুর্ণ। এটাই প্রমাণ করে এটি বিপজ্জনক কাজ। এ কাজ আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যখন ম্যান্ডেট আরও চ্যালেঞ্জিং

হয় । প্রায়ই আমাদেরকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যেখানে শান্তিরক্ষার কাজটি খুবই ভঙ্গুর।'
বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষী মিশনগুলোও এ দিবস পালন করে। লেবাননে মোতায়েন জাতিসংঘের অন্তবর্তী বাহিনীর (ইউনিফিল) শান্তিরক্ষীরা নাকোয়ারায় তাদের সদর দপ্তরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

ইউনিফিলের অধীন ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী শান্তিরক্ষীরা ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এতে ইউনিফিলের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জে পি নেহরা এবং লোবননের সেনাবাহিনীর একজন প্রতিনিধি ইউনিফিল স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোতে মোতায়েন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এমওএনইউসি কিকুইতে এ দিবসটি পালন করে। এ সময় এর কর্মকর্তারা বক্তব্য দেন এবং সাংবাদিকদের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করেন। সাংবাদিকরা দেশটির পূর্বাঞ্চলের সহিংসতা দমনে জাতিসংঘের পদক্ষেপ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং এমওএনইউসির কর্মকর্তারা এসব প্রশ্নের উত্তর দেন।

পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘের সমন্বিত মিশন (ইউএনএমআইটি) দেশটির প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস হোর্তার উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রেসিডেন্ট হোর্তা বলেন, দেশটির নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নিরাপত্তা খাতের সংস্কার ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালীকরণে সহায়তার মাধ্যমে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য জাতিসংঘের সেনা মোতায়েন থাকতে হবে।

২০০২ সালে সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবের মাধ্যমে ২৯ মে দিনটিকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষা মিশন জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ সংস্থা (ইউএনটিএসও) ফিলিস্তিনে তাদের যাত্রা শুরু করে। তাই যেসব নারী ও পুরুষ সেনা শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং বর্তমানে আছেন তাদের উচ্চ পর্যায়ের পেশাগত মনোবৃত্তি, দৃঢ়তা ও সাহসের জন্য এবং শান্তিরক্ষা করতে গিয়ে নিহতদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে এ দিনটিকে শান্তিরক্ষী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের সম্মেলন আদিবাসীদের ভূমি ও সম্পদ রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান

২৫ মে– জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ শেষ হয়েছে। এতে আদিবাসী নেতারা জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রতি তাদের ভূমি অধিকার, তাদের অঞ্চল ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বেশ কিছু সুপারিশ করেছেন।

নিউইয়র্কে দুই সপ্তাহব্যাপী ওই ফোরামে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা আইনের মাধ্যমে আদিবাসী এলাকার ভূমি বিক্রি ও নিবন্ধনের ওপর নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি ভূমি দখল বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

তারা আদিবাসীদের ভূমি, অঞ্চল ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত বিরোধ নিরসনের পাশাপাশি এসব ব্যাপারে তাদের বোধগম্য ভাষায় তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করতে বিশ্বের আনুমানিক ৩৭০ মিলিয়ন আদিবাসীকে মুল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছে- আদিবাসীরা যাতে তাদের নিজস্ব ভূমির সীমানা নির্ধারণ করতে পারে সেজন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, আদিবাসীদের ভূমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান এবং এ ধরনের কর্মকা□র দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের ক্ষতিপুরণ দেওয়ার আহ্বান।

ফোরামের প্রতিবেদনপত্রে উলে-খিত এ সুপারিশমালা পরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে (ইকোসক) পাঠানো হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, আদিবাসীদের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচিতি হচ্ছে তাদের এলাকা, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ।

স্থায়ী ফোরামের চেয়ারপারসন ভিক্টোরিয়া তাউলি-করপুজ গতকাল বলেন, বিশ্বব্যাপী আদিবাসীরা তাদের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের ভোগদখলে রাখা এবং ভোগের স্বীকৃতি বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

তিনি বলেন, আদিবাসীদের তাদের ভূমি ও অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে বিদ্যমান বৈষম্যমুলক আইন, নীতিমালা ও কর্মসুচি। এগুলোতে আদিবাসীদের ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয় ধরনের

প্রতিষ্ঠানের দাবির প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ফোরামের ওই সম্মেলনে এক হাজার পাঁচশর বেশি আদিবাসী প্রতিনিধি অংশ নেন। সম্মেলনে আদিবাসীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়।

আগামী বছরের ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে। সে সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং হুমকির সম্মুখীন আদিবাসীদের হাজারো ভাষা সংরক্ষণ বিষয়েও আলোচনা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে জাতিসংঘ চুক্তি কর্মকর্তা 'অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক সংকেত' দেখতে পাচ্ছেন

২৪ মে-জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও একটি কারিগরি আলোচনা সভার পর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বেসরকারি খাত গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আরও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছে। এ বিষয়ে জাতিসংঘের অধীনে করা চুক্তির একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা আজ এ কথা বলেছেন।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো চুক্তির (ইউএনএফসিসিসি) নির্বাহী সচিব ওয়াই ভো দে বোয়ের বলেন, 'এসব বিষয় সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে তাদের আগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক সংকেত পেয়েছি।' জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। গত সপ্তাহে জার্মানির বনে ইউএনএফসিসিসি সম্মেলনে বিভিন্ন পক্ষের সভা শেষে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনের ১৯১টি পক্ষ এবং এর কিয়োটো প্রটোকলের ১৭৩ টি পক্ষ বনের ওই সভায় যোগ দেয়। আগামী ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এ বিষয়ে অনুষ্ঠেয় বড় বিশ্ব সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে এই সভা আহ্বান করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, আগামী ২০১২ সালের মধ্যে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের ব্যাপারে কিয়োটো প্রটোকলের ১৭৩টি পক্ষের ওপর আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে একটি লক্ষ্যমাত্রা বেধে দেওয়া হয়েছে।

ডি বোয়ের বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে আন্তঃসরকারি প্যানেলের (আইপিসিসি) ওই তিনটি প্রতিবেদনের প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করার জন্য এর সভা ছিল প্রতিনিধিদের প্রথম সুযোগ। ওই তিন প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে মানব-সৃষ্ট বিভিন্ন কারণ এবং এর নিশ্চিত ভয়াবহ প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে বলা হয়ছে, কম-ব্যয়সাপেক্ষে এ সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম প্রযুক্তিও বিদ্যমান আছে।

তিনি বলেন, ২০১২ সালের মধ্যে প্রয়োগযোগ্য একটি দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তির জন্য শুধু কথার বেড়াজালে আটকে না থেকে ঐকমত্যে পৌঁছার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ব্রাজিলের মতো গুরুত্বপুর্ণ দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। উৎসাহব্যঞ্জক সংকেতের মধ্যে এ ঘটনাও অন্তর্গত আছে।

তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো বলেছে, শিল্পোন্নত দেশগুলোর ওপর এককভাবে দায়িত্ব চাপিয়ে না দিয়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশের কাছ থেকেই অঙ্গীকার আদায় করা প্রয়োজন।

চীন এবং ভারতের মতো সর্ববৃহৎ উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রকৃতপক্ষে গ্রিনহাউজ নির্গমন হ্রাসে জাতীয় কৌশলসৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। দেশগুলোর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি স্পষ্ট নীতি নির্দেশনা ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছে।

একইসময়ে দে বোয়ের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ২০১২ পরবতী সময়ের ব্যাপারে গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা কেবল বালি সম্মেলনেই শুরু হবে এবং সেখানেই শেষ হবে না। এ ব্যাপারে তিনি কিয়োটো প্রটোকলের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। যা আলোচনা করতেই দুই বছর গেছে, সমর্থন এবং কার্যকর করতে গেছে আরও দুই বছর।

তিনি বলেন, মুলত ২০১২ সালের পর সন্ধিহীনভাবে অনুসরণ করা যায় এমন সুযোগের জানালা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী কয়েকটি বছর আরও জটিল হবে। কেননা বিশ্বের অনেক জ্বালানি উৎপাদন স্থাপনা প্রতিস্থাপন করা হবে। এতে করে জলবায়ু পরিবর্তন আরও ত্বরান্বিত হবে।

তিনি বলেন, 'আমাদের সত্যিই দ্রুত এগুতে হবে। আমার মনে হয়, সরকারগুলোর মাধ্যমে অত্যাবশ্যক চিন্তাচেতনা উত্তরোত্তর বাড়ছে।' আজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আরও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র ও গরীব দেশগুলোর প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেন। দে বোয়ের ২০১২ পরবর্তী জলবায়ু পরিবর্তনের সময়কে একটি রুপ দেওয়ার জন্য বাস্তববাদী হতে তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রেগুলোর সভায় তিনি বলেন, নতুন একটি সময় নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে কিসের ওপর আলোকপাত করা উচিত সে ব্যাপারে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে অসহায় স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) এবং ক্ষুদ্র দ্বীপগুলোকে নিজেদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরতে হবে।

আইএইএ ইরান বিষয়ক প্রতিবেদন নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরণ

২৩ মে- জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আর্ণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপচিালক মোহাম্মদ আল বারাদি নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরিত ইরান সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন আজ প্রকাশ করেছেন।

আজকের প্রতিবেদনটির শিরোনাম 'এনপিটি সুরক্ষা চুক্তির বাস্তবায়ন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে নিরাপত্তা প্রস্তাবের সংশি-ষ্ট ধারা'। এর আগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি মোহাম্মদ আল বারাদি যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন তারপর থেকে এ পর্যন্ত সময়ের বিষয়বস্তু প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

আইএইএ-এর ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নর বোর্ডেও আজ ওই প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া হয়েছে। তারা আগামী ১১ জুন ভিয়েনায় অনুষ্ঠেয় পরবর্তী বৈঠকে বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

ফেব্রুয়ারির প্রতিবেদনে আল বারাদি লিখেছিলেন, নিরাপত্তা পরিষদ ইউরোনিয়ম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করতে বললেও ইরান অব্যাহতভাবে সে কাজটিই করে যাচ্ছে।

তিনি লিখেছিলেন, ইরান প্রয়োজনীয় কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে রাজি না। আর ইরানের পরমাণু কর্মসুচির সুবিধা ও প্রকৃতির নিশ্চিত দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য এটা জরুরি। তিনি মন্তব্য করেন, যথাযথ স্বচ্ছতা এবং স্থান পরীক্ষা না করে আইএইএ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না যে ইরান অস্ত্র উৎপাদনের চেয়ে শুধুমাত্র শান্তিপুর্ণ উদ্দেশ্যেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ইরানের ওপর বিদ্যমান অবরোধ আরও কঠোর করার আহ্বান জানিয়ে মার্চে নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবে কঠোর অবরোধ বলতে অস্ত্র বিক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ অথবা আরও সম্পদ জব্দ করার কথা বলা হয়েছে। এতে দৃঢ়তার সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে ইরানকে অবশ্যই আইএইএ বোর্ডের নির্দেশিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং আইএইএ বোর্ড সব ধরনের সমৃদ্ধকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়ার সকল কার্যক্রম সম্পুর্ণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

এছাড়াও ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছে ইরানকে অবশ্যই পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (এনপিটি) অতিরিক্ত প্রটোকলকে অনুমোদন এবং এর বাস্তবায়ন করতে হবে। ওই প্রটোকলের মাধ্যমে আইএইএ'কে তথ্য যাচাই, স্থান পরিদর্শন এবং কর্তৃপক্ষকে যাচাইয়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে বার্ড ফ্লু প্রাদুর্ভাবের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে জাতিসংঘ সংস্থার আহ্বান

২১ মে- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) আজ সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, বাংলাদেশে বার্ড ফ্লু পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এবং একে নিয়ন্ত্রণে আনতে সংস্থাটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

এফএও-এর পশুরোগ বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা জোসেফ ডমিনেখ বলেন, 'সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাবের প্রতিক্রিয়ায় সরকার এবং পশুরোগ বিষয়ক কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং সংক্রমিত এলাকায় প্রতিরোধ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তবে এই ভাইরাস যাতে আরও কঠোর হতে না পারে সেজন্য সেখানে জরুরি ভিত্তিতে এইচ৫এন১ ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের বর্তমান প্রচারণাকে আরও জোরালোভাবে বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করতে হবে।'

গত ফেব্রুয়ারিতে সরকারিভাবে প্রথম বাংলাদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাবের ঘোষণার পর দেশটির ৬৪টি জেলার মধ্যে ইতিমধ্যে ১১টি জেলায় বার্ড ফ্লু সংক্রমণ হয়েছে।

ডমিনেখ বলেন, 'বার্ড ফ্লু'র হুমকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই একটি জাতীয় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও মানব মহামারী প্রস্তুতি পরিকল্পনা ও জরুরি কার্যকর পরিকল্পনা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে দেশটি বার্ড ফ্লু মোকাবিলায় এসব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করছে।'

ডমিনেখ আরও বলেন, 'এই পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করে এবং এ ব্যাপারে আরও জাতীয় সংশি-ষ্টতা ও সমন্বিত আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রয়োজন।'

তিনি বলেন, পুর্ণ মাত্রার সমন্বিত জাতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রচারণার অঙ্গীকার করলে এবং এই প্রচেষ্টায় এফএও'র সহযোগিতার আহ্বান জানালে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে আনার সুযোগ সত্যিই বাংলাদেশের রয়েছে।

এখন পর্যন্ত সারাবিশ্বে মানুষের মাঝে বার্ড ফ্লু সংক্রমণের ২৮০টি নিশ্চিত ঘটনা ঘটেছে। সংক্রমিতদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আর তাদের বেশিরভাগই ছিলো দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার। ১৯১৮-১৯২০ সালের তথাকথিত স্প্যানিশ ফ্লু মহামারীতে সারাবিশ্বে দুই থেকে চার কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিলো। আর স্পেনিশ ফ্লুও পাখি থেকেই সৃষ্টি হয়েছিলো।

** ** **